কারা অধিদপ্তর

পটভূমি :

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে । তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" এবং "কারাগারের রোজনামচা" নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছুর সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদা প্রমূখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে । এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহিদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান ।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন । ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে । এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে । বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার ।

ক্রমবিকাশ :

১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু ।

১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয় ।

১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয় ।

১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২ জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।

১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয় ।

১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন । ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩টি জেলা এবং ৪২টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয় ।

১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রুপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয় ।

২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাণীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর।

২০১৯ : সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায়। বন্দিদের সকালের নাস্তা পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান।

২০২০ : (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের জন্য জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/- টাকা উন্নতিকরণ।

(২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনা খাবার সরবরাহের জন্য দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।

(৩) সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত লঘু দণ্ডে দন্ডিত সাজাভোগরত ২৮৮৪ জন কয়েদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা।

(৪) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময়কাল সাজাভোগরত কয়েদিদের মধ্যে ৩২৯ জন কয়েদিকে কারা বিধির ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা হয়।

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কার্যাবলি :

১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ
২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
৪	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবন যাপনে অভ্যস্থকরণ
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ

৭	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ
১১	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন
১২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চতকরণ
১৩	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন
১৪	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৬	কারা শিল্প এবং কারা বাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থ সাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার, উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে

০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ২৮.০৬.২০১৯ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের উদ্বোধন করা হয় । ২৮-০৭-২০২০ তারিখ প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ): প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা চালুর পর ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে । ২০১৯-২০ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে । সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক অর্জিত নম্বর ৯৮। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যে আওতায় ৪২ টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)-কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম : কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম:	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	চলমান/বাস্তবায়ন
১	আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও ও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করণ	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ এবং হাউসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর এ ২টি কক্ষ বহিঃশব্দ নিরোধকরণ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ভিতরের ও বাহিরের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং আলোক প্রক্ষেপন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অন্যান্য পূর্ত ও বৈদ্যুতিক উন্নয়ন কার্যক্রম কারা অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্তৃক নেটওয়ার্কিং ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নধীন রয়েছে।	চলমান
২	ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইউজেস	কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে।	চলমান
৩	কারাবন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা	কারাগারে অবস্থানরত আগ্রহী বন্দিদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যহত না হয় সে বিষয়ে কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ।	চলমান

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন : টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের ১ জন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে ডাটা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন।

উল্লেখ্য, জার্মান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে "ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কারাবন্দির সংখ্যা ২৩ হাজার ৮৩৫ জন। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত প্যারালিগ্যালবৃন্দের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য উক্ত সময়কালে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৪০টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের উল্লেখযোগ্য হলো জামিন আবেদন দাখিলকরণ, আইনজীবী নিয়োগ ইত্যাদি। প্যারালিগ্যালদের মাধ্যমে এ যাবৎ মোট ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ১১৭ জন কারাবন্দিকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৪৬৪টি কেস কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে সালিশ ও রেস্টোরেটিভ জাস্টিস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার সংখ্যা ১৭২৫৬টি। কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০৭৭৮ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে। কাউন্সেলিং, চিকিৎসা সেবার জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রেরিত মামলার সংখ্যা ৯৪৪৫টি।

তথ্য অধিকার আইন : সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের কারা উপ-মহাপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরির্দর্শক জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান মামুনকে আপীলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২ জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা : কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কারা উপ-মহাপরিদর্শক কারা অধিদপ্তর, জনাব জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা হিসেবে আছেন কারা মহাপরিদর্শক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন। মাঠ পর্যায়ে জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উত্তম চর্চা:

(১) প্রিজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়ন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প "স্বজন" টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮.০৩.২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে তা চালু করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) কারা বন্দিদের সাথে অনলাইনে সাক্ষাৎ: কারা বন্দিদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া সহজিকরণের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে এই কার্যক্রম চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এই সেবা চালু করা হবে।

(৩) কারাবন্দিদেরকে ৫০%লভ্যাংশ প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে দেশের ২৭টি কারাগারে ১২,৩৪৮ কারা বন্দিকে ৫০% লভ্যাংশ হিসেবে ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার ১৪৩/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(৪) বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন: প্রায় ২৫০ বছর যাবৎ কারাগারে সকালের নাস্তায় বন্দিদেরকে রুটি এবং ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় দেয়া হতো। উক্ত মেন্যু পরিবর্তন করে ১৮.০৬.২০১৯ তারিখ হতে কারাগারসমূহে বন্দিদেরকে রুটি ও গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ৪ দিন রুটির সাথে সবজি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন রুটি এবং হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।

(৫) কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি: কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Tele-communication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অচিরেই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

(৬) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন: কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৩৪টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৩টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ২১টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৭) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু: মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(৮) ধর্মীয় শিক্ষদের বেতন বৃদ্ধি: কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/-টাকা হতে ন্যুনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ১ জন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ২টি সভা হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার মডিউল চালু করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে ।

উন্নয়ন প্রকল্প : কারা অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত "পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১.০৯.২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত। ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ০.৪৮%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা ।

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১-১১-২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-২৫১০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২১। ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৫.৩০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা ।

৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯.০৬.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল-জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১। ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৫৪.৯৬%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা ।

৪. ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২.১২.২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৬৬%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা ।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১। ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১। ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ০.৭০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমেদিত হয় ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১-০৬-২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০ কোটি ২ লক্ষ ৭৫ হাজার। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারঃ

২২৮ বছরের পুরাতন নাজিম উদ্দিন রোডের কারাগার থেকে ২০১৬ সালে বন্দিদের কেরাণীগঞ্জের নতুন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। তখন মহিলা কারাগারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় শুধুমাত্র পুরুষ বন্দিদের কেরাণীগঞ্জের কারাগারে স্থানান্তর করা হয় এবং মহিলা বন্দিদের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। এখন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় প্রয়োজন অনুযায়ী মহিলা বন্দিদের উক্ত কারাগারে স্থানান্তর করা হবে। এ কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ৩০০ জন। এছাড়াও রয়েছে ১০ জনের শ্রেণিপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৪০ জনের কিশোরী বন্দি ওয়ার্ড, ২০ জনের মানসিক রোগাক্রান্ত বন্দি ওয়ার্ড, ৩০ জনের নিরাপত্তা সেল, ২০ বেডের হাসপাতাল, কারা স্কুল এন্ড লাইব্রেরি এবং বন্দি মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার।

মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণঃ

মহিলা কারারক্ষীদের আবাসনের জন্য ৪০টি কারাগারে ৩৯৯টি ফ্লাট নির্মাণ করা হয়েছে।

কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে রূপান্তরের নিমিত্ত বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

১। ২০১৭ হতে এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ২৮ টি কারাগারে ৫৩ হাজার ৩ জন বন্দিকে ৩৮ টি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

২। ২৮-০৩-২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে আটক বন্দি কর্তৃকতাদের আত্মীয়-পরিজনদের সাথে ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ 'স্বজন' চালু করা হয়েছে। সকল কারাগারে এ কার্যক্রম শুরুর জন্য DPP পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে।

৩। ২০১৬ হতে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের উদ্যোগে ৯৭৯৪০ জন বন্দিকে আইনীসহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উক্তসময়ে (২০১৬ হতে ২০১৮ পর্যন্ত) আইনী সহায়তা প্রদানের ফলে ১১১৪০ জন বন্দি মুক্তি পেয়েছে;

৪। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;

৫। বন্দিদের আত্ম-কর্মস্ংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে বন্দি পূর্নবাসন প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে;

৬। কারাগার হতে মুক্তিরপর সমাজে পূর্নবাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুবউন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭। কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/-(দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

৮। কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে প্রদান করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৮৬৭ জন বন্দিকে ৭০ লক্ষ ৭২ হাজার ৯৫ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৯। কারাভ্যন্তরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত কয়েদি মেথরদের (পরিচ্ছন্নতাকর্মী) মাসিক মজুরি ২০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

১০। কারা বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহে ২দিন খিচুড়ি, ১দিন হালুয়ারুটি ও ৪দিন সবজিরুটি প্রদানে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এ বিভাগ হতে সম্মতিপত্র কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;

১১। পবিত্র রমজান মাসে কারাগারে আটক বন্দিদের ইফতারী বাবদ জনপ্রতি ১৫/- হতে ৩০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

১২। কারাগারে আটক বন্দিদের এক কারাগার হতে অন্য কারাগারে স্থানান্তর কালে (In transit) বন্দিদের খোরাকী ভাতা প্রতিদিন (৮ × ২)=১৬/- টাকা হতে ন্যুনতম (৫০ × ২)=১০০/-টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;

১৩। বাংলা নববর্ষ তথা পহেলা বৈশাখে কারা বন্দিদেরকে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের নিমিত্ত জনপ্রতি ৩০/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

১৪। বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে বন্দিদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহের নিমিত্তে ৩০/- টাকার পরিবর্তে ১৫০/- টাকায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

১৫। বিজ্ঞ আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শুকনো খাবার সরবরাহের নিমিত্ত দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

১৬। কারা কর্মকর্তাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং বেতনস্কেল আপগ্রেড করা হয়েছে;

১৭। কারারক্ষীদের ঝুঁকিভাতা প্রদান করা হয়েছে;

১৮। কারা কর্মচারিদের ছেলেমেয়েদের স্কুল বাস প্রদান করা হয়েছে;

১৯। কারা কর্মচারিদের ছেলেমেয়েদের জন্য বেসরকারি কারা প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

- করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে। প্রতিটি বিভাগে আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে;
- বন্দির আত্মীয়-স্বজন কারাগারে আসতে পারছে না বিধায় বন্দিদের পিসি (প্রিজনার'স ক্যাশ) তে কোন টাকা জমা দেয়ার প্রয়োজন হলে তা মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম যেমন-সরকারি সার্ভিস 'নগদ' বা বেসরকারি সার্ভিস 'বিকাশ' চালু করা হয়েছে;
- দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কারাগারে সম্ভাব্য যেকোন নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটিকালীন সময়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সমন্বয় সেল গঠন করা হয়;
- করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দেশের সকল কারাগারে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং শরীরের তাপমাত্রা মাপার জন্য ইনফ্রারেড থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- বন্দিদের জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন সি-এর দৈনিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
- করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগত করা হচ্ছে;
- বন্দিদের শরীর চর্চা, মাসিক বন্দি দরবার, মাসিক প্র্যাকটিস অ্যালার্ম, যে কোন জনবহুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গণশিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে;
- কারাভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুট/জুতা জীবাণুমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;
- প্রত্যেক কারাগারের জন্য সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে;
- একান্ত জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কারা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সকল প্রকার ছুটি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে;
- কারা কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আসা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;
- করোনা পরিস্থিতির ভবিষ্যত ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে;
- প্রত্যেক বন্দির পরিবারের সদস্যদের সাথে সাধারণ টেলিফোনের মাধ্যমে ৫ মিনিট কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- বর্তমান সরকার কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেছেন;
- কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার পর উপকারভোগী কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা-৩৬৮ জন (১৫.১১.২০২০ তারিখের তথ্যমতে);

প্রশিক্ষণ: কারাগোরের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সবাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে । ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৬৬৫ জন কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ : কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৮টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০১৯-২০২০ মেয়াদে ৮,৩৯৬ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ **"কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল"** স্থাপন করা হয়েছে । উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে।

এছাড়া কারাবন্দিদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ২৮টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, টাইলস লেইং, প্লাম্বার, মেসিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, মৌচাষ, মাশরুম চাষ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে ।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে রেডিমেড পোশাক তৈরি ও জামদানি তৈরির কারখানা চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৫৪ হাজার ২১৮ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণের আওতায় দেশের সকল কারাগারের সকল বন্দিকে আনয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে পোশাক শিল্প প্রশিক্ষণ

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ

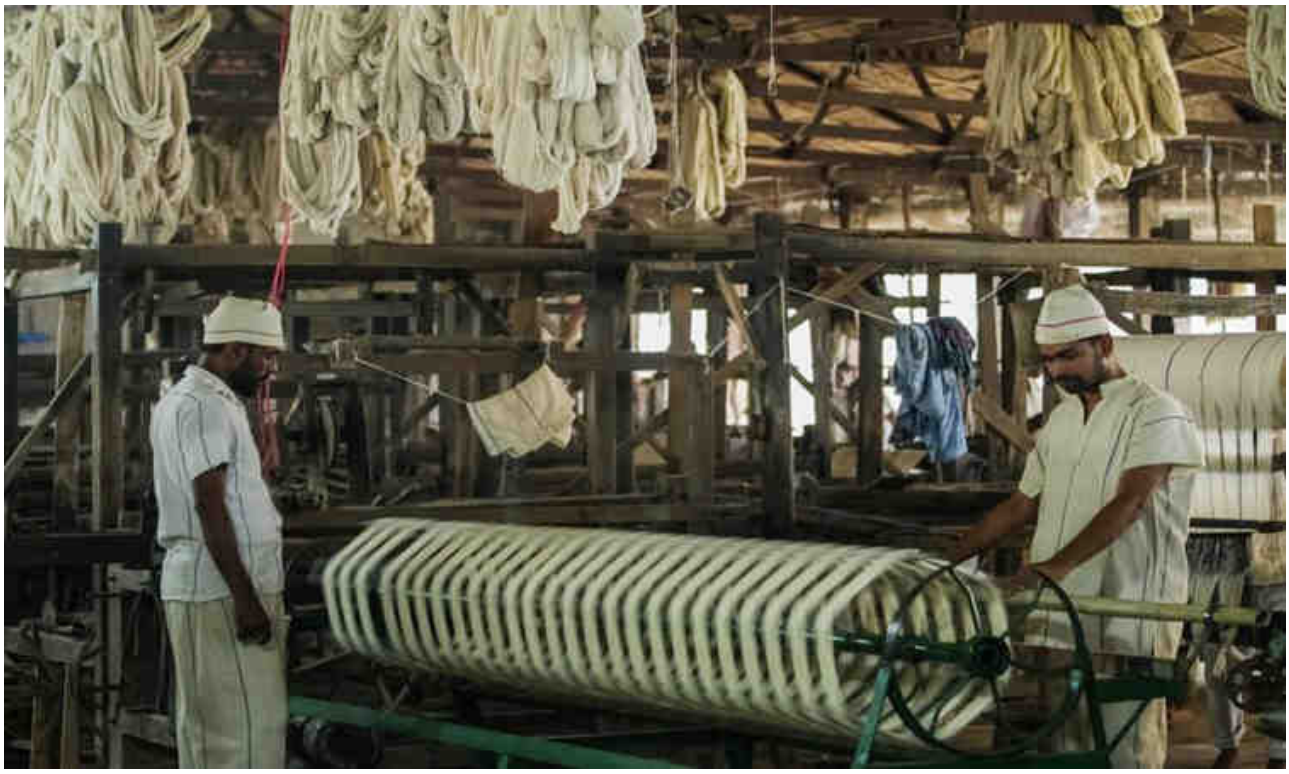

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে বন্দি কর্তৃক উৎপাদন কার্যক্রম

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে বন্দিদের গৃহের আসবাবপত্র তৈরির কার্যক্রম

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দিদের বেকারি তৈরি প্রশিক্ষণ

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে আসবাবপত্র তৈরির ছবি

নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দিদের ব্যাগ তৈরির দৃশ্য

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে সুতা তৈরির দৃশ্য

কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পুথি দিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্প জাত সামগ্রী তৈরির ছবি

কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা আয়োজন

৫৭ তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালামী গ্রহণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক।

৫৭তম কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে প্রশিক্ষকদের সাথে গ্রুপ ফটো সেশনে কারা মহাপরিদর্শক এবং অতিরিক্ত কারা মহাপরিশর্ক।

কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক কসরত প্রদর্শন।

বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন:

পূর্বে কারাবন্দিদের সকালের নাস্তা হিসেবে শুধু রুটি এবং ১৪.৫৮ গ্রাম গুড় দেয়া হতো। ১৬.০৬,২০১৯ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুটি গুড়ের পরিবর্তে সপ্তাহের ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান সংক্রান্ত সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তনের শুভ উদ্বোধন করেন।

"স্বজন" উদ্বোধন

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বন্দিদের স্বজনদের সাথে টেলিফোনে কথা বলার পাইলট প্রকল্প 'স্বজন' উদ্বোধন করেন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে এ প্রকল্প চালু করা হবে।

পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ভবন ভাঙ্গার মাধ্যমে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ এবং পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।

কারাভ্যন্তরে নিয়মিত মশকনিধন কার্যক্রম চলমান থাকায় এ বছরে ৯০ হাজার বন্দির মধ্যে কোনো কারাবন্দি ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়নি।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

জেল হত্যা দিবস

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও কারা মহাপরিদর্শক।

৩৬ তম জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

৩৬ তম পুরুষ ও মহিলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জেল ভারোত্তোলন দল ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ১টি ব্রোঞ্জ পদক জয় লাভ করে পদক তালিকায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

১৫ তম জাতীয়সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা-২০১৯

১৫তম জাতীয়সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় হাই জাম্পে জাতীয় রেকর্ডধারী বাংলাদেশ জেল দলের এ্যাথলেট উম্মে হাফসা রুমকীকে পদক ও সনদ প্রদান করছেন কারামহাপরিদর্শক । উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জেল অ্যাথলেটিকস দল ১টি স্বর্ণ, ১ টি রৌপ্য, ৫ টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে ৩৩টি দলের মধ্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।

বাণিজ্য মেলা, ২০২০ এ কারা অধিদপ্তর

২৫তম ঢাকা আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্য মেলা, ২০২০-এ বেস্ট রিজার্ভ মিনি প্যাভেলিয়ন

কারাগারে নতুন সংযোজিত নিরাপত্তা সরঞ্জাম

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক বডি স্ক্যানার

কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ব্যবহৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক বডি স্ক্যানার

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমঃ

১। কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

২। কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা,নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩। কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের **'শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি'** প্রদান বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্দেশিকা তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারিদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

৫। দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬। কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জেল জীবন নিয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

৭। কারা অধিদপ্তর, ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে মুজিববর্ষের শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

৮। দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ কারা বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

৯। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলজ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১) আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবন মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং খুলনা ও নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(২) ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) নিয়োগ প্রক্রিয়া অধিকতর স্বচ্ছ এবং আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও চাকরি প্রার্থীদের ভোগান্তি লাঘবের নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে কারারক্ষী নিয়োগ এর আবেদন জমা নেয়া হয়েছে।

(৪) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৬০.০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৫) দেশের কারাগারগুলোতে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

(৬) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

(৭) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৮) বন্দিদের যাতায়াত নিরাপদকরণের স্বার্থে কারা বিভাগে ২টি ওয়েব বেইজড ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান চালু করা হয়েছে।

(৯) কারা অধিদপ্তরে ICT Cell খোলা হয়েছে।

(১০) কারা হাসপাতালে বন্দিদের গোপনীয় স্বাস্থ্য তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠু মেডিক্যাল রেকর্ড কিপিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প আইসিআরসি-র সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কর্মপরিকল্পনা:

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে অনুমোদন গ্রহণ।

(৩) বর্তমান জনবল (ট্রেইনার) থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করণ।

(৪) কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ আয়োজন।

(৫) বন্দিদের জন্য আচরণ সংক্রান্ত কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ চালুকরণ।

(৬) জেল কোড এবং প্রিজন্স এ্যাক্ট সংশোধনকরণ।

(৭) সরকার ও এনজিও এর সহায়তায় বন্দি মুক্তির পর পুনর্বাসনে ফলো আপ করার কো-অর্ডিনেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৮) প্রথম পর্যায়ে সকল কেন্দ্রীয় এবং বৃহৎ জেলা কারাগারে বন্দি পুনর্বাসন প্রোগ্রাম চালুকরণ।

(৯) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে একটি করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ স্কুলের শাখা চালুকরণ।

(১০) রাজশাহীতে কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ।

(১১) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(১২) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৩) যেসকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চত ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীত করণ।

(১৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচ টাওয়ার এবং সার্চ লাইট নাই, সেগুলোতে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজন।

(১৫) কারাগারের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে মেডিকেল অফিসার পদায়ন।

(১৬) কারাগারের হাসপাতালের জন্য ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ।

(১৭) বন্দিদের জন্য কাউন্সেলিং, ড্রাগ ও মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা চালুকরণ।

(১৮) নেশায় আসক্ত বন্দি চিহ্নিতকরণে এবং প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং মেডিকেল স্টাফদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

(১৯) ৭টি বিভাগীয় সদর দপ্তর নির্মাণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ।

(৪) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ।

(৬) ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৭) ২ পার্বত্য জেলা (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি) কারাগার পুননির্মাণ।

(৮) মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের পুনঃ অপরাধ হ্রাসকল্পে ফলোআপ প্রোগ্রাম পরিচালনার প্রকল্প তৈরিকরণ।

(৯) কারা কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট, অফিস ম্যানেজমেন্ট, জঙ্গিবাদ প্রতিহতকরণ, প্রিজন্স ম্যানেজমেন্ট, প্রিজন্স সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

(১০) দেশের সকল কারাগারের জন্য অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়।

(১১) কেরাণীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।

(১২) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় হাসপাতাল ও মাদক নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১৩) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন।

(১৪) কারা অধিদপ্তরের সকল স্টাফ এবং বন্দিদের ডাটাবেজ তৈরি।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা

(১) রাজশাহী, যশোর, রংপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ভোলা, জয়পুরহাট, শরীয়তপুর কারাগার পুনঃ নির্মাণ/সম্প্রসারণ।

(২) প্রিজন্স স্টাফ কোর্স চালুকরণ।

(৪) কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণ।

(৫) কারাবন্দিদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

বাঃসঃমুঃ-২০২০/২১-৬৩৬৯(কমঃসি-৪)—৫০০ বই, ২০২১।
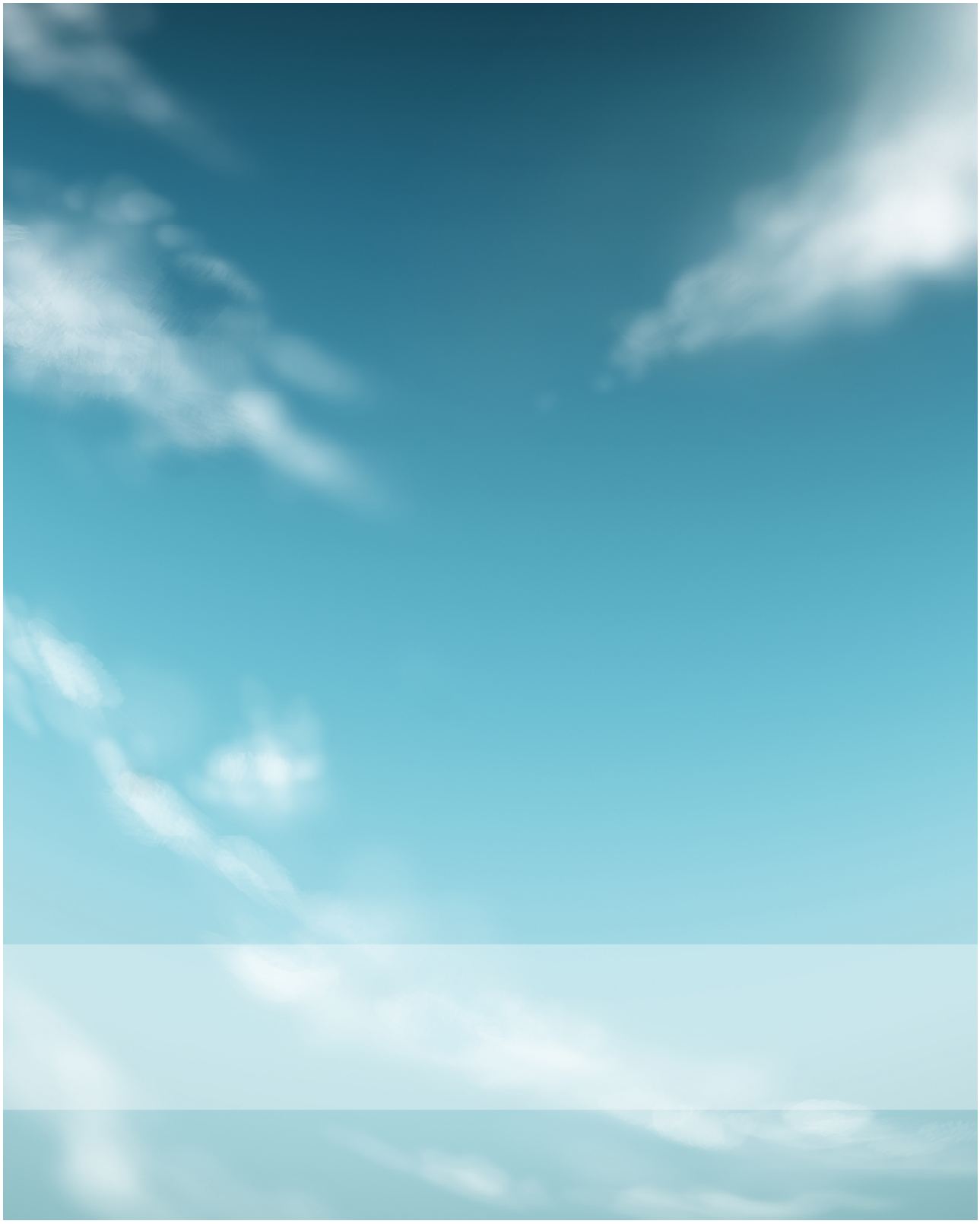
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০